মেহেরপুরে করোনায় মৃতের তথ্য আইইডিসিআর এ নাই !

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়ায় করোনায় আক্রান্ত ইদ্রিস আলীর মৃত্যুর তথ্য আইইডিসিআর এ নেই।
গত বৃহস্পতিবার দুপুরে আইইডিসিআর এর অনলাইন প্রেস ব্রিফিং এ জানান হয় মৃতের সংখ্যা ৭ জন, যারা সবাই ঢাকার এবং শুক্রবার দুপুরে অনলাইন ব্রিফিং এ মৃতের সংখ্যা ৪ জন তারাও সকলেই ঢাকার। শুক্রবার ৪ জনের বয়স উল্লেখ করা হয়েছে ৫১ থেকে ৬০ বছর।

জানা গেছে,মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের মৃত ইদ্রিস শাহ’র বয়স ৩৫। গত বুধবার দুপুরে করোনা উপসর্গ নিয়ে তিনি মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে মারা যান। পরদিন বৃহস্পতিবার সকালে আইইডিসিআর এর বরাত দিয়ে সিভিল সার্জন জানান মৃত ঈদ্রিস শাহ করোনা পজেটিভ।

মেহেরপুরের সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন জানান, আইইডিসিআর এ দুদিনের মৃত্যুর হিসেব অনুযায়ী মেহেরপুরের হিসেব নেই। এ ধরণের তথ্য গোপন করা উচিত নয়। এটা একটা বৈষ্ণিক সমস্যা।

এ বিষয়ে সিভিল সার্জন ডা, নাসির উদ্দীন বলেন. আমি প্রতিদিনের করোনা সংক্রান্ত সমুদয় হিসাব আইইডিসিআর এ দিনেরদিন পাঠিয়ে দিচ্ছি”। তবে কেন যে মেহেরপুরের টা গণনা হয়নি তা জানা নাই।

জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি বলেন, দুই দিনের মৃত্যুর যে হিসেব আইইডিসিআর দিয়েছে তাতে মেহেরপুরের টা নেই বিষয়টি বিভিন্ন মাধ্যমে আমিও জানতে পারলাম। তবে জেলার করোনা বিষয়ক টেকনিক্যাল সব কিছুর দায়িত্ব রয়েছেন সিভিল সার্জন। বিষয়টি নিয়ে সিভিল সার্জন বলেছি পুনরায় আইইডিসিআর এ যোগাযোগ করতে।

মেপ্র/ইএম

করোনা মোকাবেলায় প্রশাসনের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবকদের প্রচারনা

বর্তমানে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বকে স্থবিত করে তুলেছে করোনা ভাইরাস। সারা বিশ্বে মহামারি আকারে ধারন করতে শুরু করেছে ভাইরাসটি। যে ভাইরাসের কারনে পৃথিবিতে লাখো মানুষের প্রান গিয়েছে।

বাংলাদেশেও ইতিমধ্যে একশতর ও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া মেহেরপুর জেলায় করোনা ভাইরাসে ২ জন আক্রান্ত হয়েছে এবং তার ভিতরে একজন মারা গিয়েছে। আর এই করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সারা বাংলাদেশের মত মেহেরপুরেও চলছে বিভিন্ন ধরনের প্রচারনা। তার-ই ধারাবাহিকতায় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি নিরলস ভাবে পরিশ্রম করে চলেছে।এছাড়া পুলিশ প্রশাসন,স্বাস্থকর্মি, জনপ্রতিনিধিগন সকলেই করোনা মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রচারনা চালাচ্ছে। এদিকে, নিজের জীবন ঝুকির মধ্যে রেখে প্রশাসনকে বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করে আসছে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনির নিজ উদ্যেগে তৈরি করা কোভিট-১৯ ভলেন্টিয়ার সদস্যবৃন্দ। প্রশাসনের পাশাপাশি জনগনকে ঘরে থাকতে ও সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখতে বার বার করে আহব্বান জানাচ্ছে স্বেচ্ছাসেবক সদস্যরা। চালিয়ে যাচ্ছে দিনব্যাপি প্রচার প্রচারনা।

ইতিমধ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের গ্রহন করা কয়েকটি উদ্যেগকে সুন্দর সুষ্ট ও নিরলশ পরিশ্রম করে সফল করে তুলেছে স্বেচ্ছাসেবক সদস্যবৃন্দ। কয়েক সপ্তাহ আগে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি সাপ্তাহিক হাটে নতুন পদ্ধতি চালু করেন। যার নাম দেওয়া হয় বক্স সিস্টেম হাট ম্যানেজমেন্ট। তিনি চিন্তা করেন বক্স সিস্টেম হাট ম্যানেজমেন্ট এর মাধ্যেমে বাজার করতে যাওয়া জনগনের সামাজিক দুরুত্ব নিশ্চিত করা যাবে। আর এই ব্যাবস্থাপনা সফল করতে সকল ধরনের সহযোগিতা করেছেন মুজিবনগর কোভিট-১৯ ভলেন্টিয়ার সদস্যবৃন্দ। তাদের নিরলস পরিশ্রমে বর্তমানে মুজিবনগর উপজেলার সকল

হাটে একই সিস্টেমে চলছে এই ব্যাবস্থাপনা। আর এই হাট ব্যাবস্থাপনা বর্তমানে মুজিবনগর ছাড়িয়েও সারা বাংলাদেশে ছরিয়ে পরিছে। বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় হাটগুলোতে বক্স সিস্টেম হাট ব্যাবস্থাপনার চিত্র দেখা গিয়েছে।

ইতিমধ্যে মুজিবনগরে দুইজন করোনা সনাক্ত হয়েছে তার ভিতরে একজন মারাও গিয়েছে। আর তাকে দাফন করতে গিয়ে সংস্পর্শে আসায় ইউএনও,ডাক্তার ও তদন্ত ওসিসহ কয়েকজনকে থাকতে হয়েছে হোমকোয়ারিন্টিনে। তবে ইউএনও হোমকোয়ারিন্টেনে থাকায় বাইরে বের হতে পারছেন না। পারছেন না জনগনের দারে দারে গিয়ে সচেতন করতে। কিন্তু ইউএনওন নির্দেশে সকল স্বেচ্ছাসেবকগন চালিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্রচার প্রচারনা। স্বেচ্ছাসেবকদের ভিতর থেকে দারিয়াপুর গ্রামের জাহিদ হাসান রাজিব জানান, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নির্দেশে আমরা জনগনকে সচেতন করতে বিভিন্ন ভাবে সচেতন করছি। সরকারী নির্দেশ অমান্য করেও যারা চায়ের দোকানসহ বিভিন্ন দোকান খুলে জনসমাগম করছে তাদেরকে বার বার করে দোকান বন্ধ রাখার জন্য বলে আসছি।রাস্তা ঘাটে, মসজিদে একদিন-দুইদিন পর পর জিবানুনাশুক স্প্রে করছি। তাছাড়া সবচেয়ে বড় দুঃখের বিষয় হলো স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যাক্তিগত নিজেদের কোন প্রটেকশন নাই। তারা প্রটেকশন ছাড়ায় ঝুকিপূর্ন অবস্থায় কাজ করে চলেছে।এরপরেও আজকে দেশের এই বিপদ সম্মুক্ষে প্রশাসনের পাশে দাড়াতে পেরে আমারা নিজেরা গর্ভবোধ করছি।

মানিকনগর গ্রামের হাসানুজ্জামান লাল্টু বলেন, ইউএনও স্যারের নেতৃত্বে আমরা মানিকনগর স্বেচ্ছাসেবক টিম প্রতিটা দিন পরিশ্রম করে যাচ্ছি।আমাদের এলাকায় থাকা অসহায় ব্যাক্তিদের সব সময় সেবা করে চলেছি। কারও ঘরে খাবার না থাকলে সেটা ইউএনও স্যারের সাথে কথা বলে তার বাসায় খাবার পৌছে দেয়ার ব্যাবস্থা করছি। এছাড়া কৃষকদের বিভিন্ন ভাবে উদ্বৃদ্ধ করতে প্রশাসনের পাশাপাশি আমরা সকলকে সচেতন করছি। যতদিন প্রযন্ত আমাদের জিবন থাকবে ততদিন প্রযন্ত আমরা এভাবেই করোনা মোকাবেলা করে যাবো। উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী বলেন, করোনা মোকাবেলায় উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, স্বাস্থকর্মি ও জনপ্রতিনিধি বিভিন্ন ভাবে প্রচারনা চালিয়ে যাচ্ছি। তবে সাধারন জনগনকে সচেতন করতে আমাদের একার দ্বারা সম্ভব না। তাই জনগনকে সচেতন করতে অসহায় মানুষের পাশে দাড়াতে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন।

মুজিবনগর কোভিট-১৯ স্বেচ্ছাসেবক সদস্যরা সব সময় প্রশাসনকে

সহযোগিতা করে যাচ্ছে। আর হাট-ব্যাবস্থাপনার বিষয়ে আমি শুধুমাত্র সিদ্ধান্তটুকুই নিয়েছিলাম। কিন্তু সেটা বাস্তবায়ন করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক সদস্যরা নিরলশ ভাবে পরিশ্রম করেছে। তাদের এই পরিশ্রম ছাড়া হয়তো আমি এই ব্যাবস্থাপনাটিতে সফল হতে পারতাম না। আর এই দূসময়ে তাদের পাশে পেয়ে নিজেকেও খুব ভাগ্যবান মনে করছি।

দেশে গত ২৪ ঘন্টায় ৪জনের মৃত্যু

করোনাভাইরাসের মহামারীতে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ১৩১ জনে।

আজ শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা ব্রিফিংয়ে যুক্ত হয়ে এ তথ্য জানান।

দেশে নভেল করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) সংক্রমিত প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। পরে ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

অভুক্ত সেই পরিবারে খাদ্য সামগ্রী পৌছে দিলেন বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান

মেহেরপুরের মুজিবনগরে লকডাউনে থাকা জিবন ইসলাম নামের সেই অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী পৌছায়ে দিয়ে আসলেন বাগোয়ান ইউনিয়ন

পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন।

মুজিবনগরে লকডাউনে থাকা জিবন ইসলামের পরিবার অভুক্ত শিরোনামে মেহেরপুর প্রতিদিন এ এমন নিউজ প্রকাশ হওয়ায় সেটি দেখার পর শুক্রবার সকালে চেয়ারম্যান তার গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে অসহায় পরিবারটির মাঝে সামগ্রী পৌছায়ে দেন। এছাড়া লকডাউনে থাকা পরিবার গুলোর খাদ্য শেষ হয়ে গেলে পুনরায় জানানোর জন্য বলে আসা হয়।

ইউপি চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন জানান, লকডাউনে থাকা অসহায় সকলের বাসায় খাদ্য সামগ্রী দিয়ে আসার জন্য গ্রাম পুলিশ পাঠানো হয়। যে কোন ভাবে ঐ পরিবারটি বাদ পরে গিয়েছে। তবে মেহেরপুর প্রতিদিনে নিউজটি দেখার পর শুক্রবার সকালে আমার গ্রাম পুলিশের মাধ্যেমে তার বাসায় খাবার সামগ্রী দিয়ে আসি।

প্রসঙ্গত, ব্র্যাকের এক যক্ষাকর্মী করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ায় তার ভাড়াবাড়িসহ আশেপাশের ৬টি বাড়ি বুধবার সকালে লকডাউন করে প্রশাসন।

মুজিবনগরে লকডাউনে থাকা সেই পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী পৌছায়ে দিলো ইউপি সদস্য

মেহেরপুরের মুজিবনগরে লকডাউনে থাকা জিবন ইসলাম নামের সেই অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী পৌছায়ে দিয়ে আসলেন ইউপি সদস্য শংকর বিশ্বাস।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে মুজিবনগরে লকডাউনে থাকা জিবন ইসলামের পরিবার অভুক্ত শিরোনামে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় এমন নিউজ প্রকাশ হওয়ায় ঐ দিন সন্ধায় ইউপি সদস্য তার বাসায় যেয়ে খাদ্য সামগ্রী পৌছায়ে দিয়ে আসে।

এছাড়া লকডাউনে থাকা পরিবার গুলোর খাদ্য শেষ হয়ে গেলে পুনরায় জানানোর জন্য বলে আসা হয়।

ইউপি সদস্য শংকর বিশ্বাস জানান, লকডাউনে থাকা অসহায় সকলের বাসায় খাদ্য সামগ্রী দিয়ে আসার জন্য গ্রাম পুলিশ পাঠানো হয়। যে কোন ভাবে ঐ পরিবারটি বাদ পরে গিয়েছে। তবে বিকালে মেহেরপুর প্রতিদিনে নিউজ দেখার পর আমার নিজ উদ্যেগে আপাতত কিছু খাদ্য সামগ্রী দিয়ে আসি।

প্রসঙ্গত, ব্র্যাকের এক যক্ষাকর্মী করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ায় তার ভাড়াবাড়িসহ আশেপাশের ৬টি বাড়ি বুধবার সকালে লকডাউন করে প্রশাসন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের পুরুষ ওয়ার্ড লক ডাউন

মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের পুরুষ ওয়ার্ড লক ডাউন করা হয়েছে।

হাসপাতালের আরএমও ডা.মখলেছুর রহমান এই লক ডাউনের ঘোষনা দেন।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বলে বিষয়টি নিশ্চিত করে মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের ইদ্রিস শাহর শরীরে করোনা ভাইরাস পজিটিভ হওয়ার পর হাসপালের পুরুষ ওয়ার্ড লক ডাউন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ইদ্রিস শাহ গত বুধবার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের পুরুষ ওয়ার্ডের একটি বেডে মৃত্যু বরণ করেন। পরে তার নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হলে রেজাল্ট করোনা পজিটিভ আসে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর পূবালী ব্যাংকে সামাজিক দূরত্ব মানছে না গ্রাহকরা

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড মেহেরপুর জেলা শাখায় সাধারণ গ্রাহকসহ তামাক চাষিরা টাকা উত্তলনের জন্য গন জমায়েত হয়েছে। লম্বা লাইন দেখা গেলেও শারীরিক কোন দুরুত্ব ছিল না কোথাও। কেউ কেউ আবার কোন প্রকার নিরাপত্তা ছাড়াই লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল দীর্ঘক্ষণ। গত দুইদিন ধরে একই চিত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে পূবালী ব্যাংকের সামনে। ইতিমধ্যে মেহেরপুরে করোনা ভাইরাসে মৃত্যু হয়েছে, সাথে আরো এক জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে।

এরপরও মানা হচ্ছে না সামাজিক বা শারীরিক দূরত্ব। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের কোনো পদক্ষেপ না থাকায় এমন হচ্ছে বলে জানিয়েছে সচেতন মহল। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে সবক্ষেত্রেই কাজ করেছে প্রশাসন কিন্তু মেহেরপুর পূবালী ব্যাংক লিমিটেড তামাম চাষীদের টাকা প্রদানের সময় কোন ভূমিকা কেন থাকবে এমন প্রশ্ন করেছেন অনেকেই।

মেহেরপুর পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের ম্যানেজার এস এম আশরাফুল হকের সাথে কথা বললে তিনি বলেন, তামাক চাষীদের টাকা দিতে গিয়ে এই ধরনের গাদাগাদি বাইরে থাকতে কিন্তু কিন্তু ব্যাংকে পরীর ভিতরে পরিবেশটা মোটামুটি ভালো।

জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির সদস্য সচিব ও মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বলেন, প্রশাসন আর কতটুকু ব্যবস্থা নিবে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের উচিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া। সেই সাথে আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে। এরপরও আমি বিষয়টি প্রশাসন ও ব্যাংক কতৃপক্ষকে বলবো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য।

মুজিবনগরে লকডাউনে থাকা একটি পরিবার অভুক্ত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের ৬টি বাড়ি বুধবার (২২ এপ্রিল) লকডাউন করা হয়েছে। এদের মধ্যে একটি পরিবারের ৪ সদস্য অভুক্ত সময় কাটাচ্ছেন। সরকারী ও স্থানীয় কোন সহযোগিতা না পেয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করা পরিবারে বাড়ছে ক্ষোভ।

ভুক্তভোগীরা বলেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার কোয়ারিন্টিন করায় তিনি খোঁজ নিতে পারছেন না হয়তো। অন্য কেউ তাদের খোঁজ খবর না নেওয়া অসহায়ত্বের পাশাপাশি চরম ক্ষোভ বাড়ছে।

ভুক্তভোগী জীবন ইসলামের সাথে আজ বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে মোবাইলে যোগাযোগ হলে তিনি বলেন, আমার বাড়িতে চাউলসহ খাদ্য দ্রব্য তেমন কিছুই নেই। আজ বৃহস্পতিবার সকালে আলু ভর্তা আর ভাত রান্না হয়েছিল। এখনো দুপুরের রান্না হয়নি। বাসায় আমার অসুস্থ বৃদ্ধ মা, স্ত্রী ও শিশু কন্যা রয়েছে। এমন অবস্থায় কিভাবে তাদের আহার জোগাবো তা ভেবে পাচ্ছি না।

জানা গেছে, লকডাউনে থাকা ৬টি পরিবারের মধ্যে তিনটি পরিবার দরিদ্র। এদের মধ্যে কেদারগঞ্জ জামে মসজিদের মোয়াজ্জিন জীবন মিয়া কওমি মাদ্রসার পাচকের কাজ করে সংসার চালাতেন। বেশ কিছুদিন আগে থেকে তার পেশাগত কাজ বন্ধ হলে দিনমজুরী শুরু করেন। লকডাউনে থাকায় এখন তার কোন রোজগার নেই।

প্রশাসন ও স্থানীয়দের সহায়তার বিষয়ে তিনি বলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার কোয়ারিন্টিনে রয়েছেন তাই হয়তো তিনি মোবাইল রিসিভ করছেন না। স্থানীয় ইউপি সদস্য শংকরকে কয়েকবার কল দিলেও তিনি রিসিভ করেননি। কল কেটে দিচ্ছেন।

লক ডাউনে থাকা একজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, সকালে প্রশাসনের পক্ষ থেকে একজন গ্রাম পুলিশ সদস্য লকডাউনে থাকা তিনটি পরিবারে খাদ্য সামগ্রী দিয়ে গেছেন। জীবন ইসলামের কেউ কোন খোঁজ নেয়নি এবং খাবার পৌঁছায়নি।

তবে জেলা প্রশাসক আতাউল গনি বলেন, আমাদের পক্ষ থেকে সব সহায়তা দেয়া হচ্ছে। কারো কোন সমস্যা হলে তিনি আমাদেরকে মোবাইলে

জানালে দ্রুত ব্যবস্থা করা হবে।

প্রসঙ্গত, ব্র্যাকের এক যক্ষাকর্মী করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ায় তার ভাড়াবাড়িসহ আশেপাশের ৬টি বাড়ি বুধবার সকালে লকডাউন করে প্রশাসন। ওই দিন মৃত্যু বরণ করা এক ব্যক্তির নমুনা পরীক্ষায় কোভিড-১৯ পজিটিভ হওয়ায় মুজিবনগর উপজেলা আজ বৃহস্পতিবার লক ডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির দাফন ও চিকিৎসায় সংস্পর্শে আসায় মুজিবনগরের ইউএনও, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ওসি (তদন্ত), চিকিৎসকসহ ২৪ জন কোয়ারিন্টিনে গেছেন।

মুজিবনগর লক ডাউন

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা লক ডাউন করেছে জেলা কমিটি। বৃহস্পতিবার ১২টার দিকে এ বিষয়ে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করেন। উল্লেখ্য, গত বুধবার মুজিবনগরের ভবেরপাড়া গ্রামে ইদ্রিস শাহ নামের একজন করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু বরণ করে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ইদ্রিস শাহ করোনা পজিটিভ হওয়ায়। মুজিবনগর উপজেলা লক ডাউন করা হয়েছে।

মুজিবনগরে দাফনকাজে অংশ নেওয়া ইউএনওসহ সবাই হোম কোয়ারেন্টিনে

মুজিবনগরের ভবেরপাড়া গ্রামের ইদ্রিস শাহর করেনা পজিটিভ হওয়ায়।

তাকে দাফন কাজে অংশ নেওয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওসমান গনি, উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ওসি (তদন্ত) সহ দাফন কাজে অংশ নেওয়া সকলকে হোম কয়ারেন্টিনে পাঠানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

মেপ্র/এমএফআর